সমকাল

02 JUL 2025

সিনেটে টিকে গেল ট্রাম্পের
‘বিগ, বিউটিফুল বিল’

# ভারত-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে কী প্রভাব পড়বে

■ সমকাল ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘ওয়ান বিগ, বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট’ বিল সিনেটে এক ভোটে টিকে গেছে। বিলটি এবার নিম্নকক্ষে পাঠানো হয়েছে। এখানে বিলটি আরও কঠিন বিরোধিতার মুখে পড়তে পারে। ফলে দিল্লি ও ওয়াশিংটনের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের আশা দোলাচলের মধ্যে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তির জন্য ভারতের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল এখন ওয়াশিংটনে অবস্থান করছে।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিভিট ইঙ্গিত দিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে চুক্তিটি আসন্ন। ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ ইতোমধ্যে বলেই দিয়েছেন, দিল্লি বিগ, বিউটিফুল বিলকে স্বাগত জানাবে। ট্রাম্প এর আগে জানান, ভারতের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তিতে যাচ্ছে ওয়াশিংটন।

বিবিসি জানায়, দুই দেশের মধ্যে কৃষিপণ্য, গাড়ির যন্ত্রাংশ ও ভারতীয় ইস্পাতের ওপর শুল্ক নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। দিল্লি খামার ও দুগ্ধজাত পণ্যের সুরক্ষায় জোর দিচ্ছে। আর যুক্তরাষ্ট্র বৃহত্তর বাজার খোলার জন্য ভারতকে চাপ দিচ্ছে। দু’পক্ষ আশাবাদী হলেও চুক্তিতে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা রয়েছে।

দিল্লিভিত্তিক থিঙ্কট্যাঙ্ক গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের পরিচালক সাবেক ভারতীয় বাণিজ্য কর্মকর্তা অজয় শ্রীবাস্তব মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্র-ভারত বাণিজ্য চুক্তি হবে কিনা, তা আগামী সাত দিনের মধ্যে নির্ধারিত হয়ে যাবে।

ওয়াশিংটনের সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজে ভারতের অর্থনীতি পর্যবেক্ষণকারী রিচার্ড রসো প্রাথমিক চুক্তির ক্ষেত্রে দুটি চ্যালেঞ্জ দেখছেন। এক. মৌলিক কৃষিপণ্যের জন্য ভারতীয় বাজারে মার্কিন প্রবেশাধিকারের ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে ভারতকে মৌলিক কৃষি খাত রক্ষা করতে হবে। দুই. ভারতের অশুল্ক বাধা একটি বড় সমস্যা। এর ফলে বাণিজ্য চুক্তি অর্থপূর্ণভাবে পরিচালনা করা কঠিন হতে পারে।

**সিনেটে এক ভোটে টিকে গেল বিলটি**

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে দীর্ঘ ২৪ ঘণ্টার বিতর্কের পর পাস হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কর ও ব্যয় বিল ‘ওয়ান বিগ, বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট’। এখন বিলটি নিম্নকক্ষে আরও কঠিন বিরোধিতার মুখে পড়তে পারে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার দিনভর বিতর্কের পর গতকাল মঙ্গলবার সকালে সিনেটের ভোটাভুটিতে ফল দাঁড়ায় ৫০-৫০। পরে ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স টাই-ব্রেকিং ভোট দিয়ে বিলটি পাসে সহায়তা করেন। সিনেটে রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও এই ভোটে দলের তিনজন সিনেটর– সুসান কলিন্স (মেইন), থম টিলিস (নর্থ ক্যারোলিনা) ও র‍্যান্ড পল (কেন্টাকি) ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিলের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন। তবে সন্দেহ প্রকাশ করা সত্ত্বেও আলাস্কার লিসা মারকাওস্কি শেষ পর্যন্ত বিলটির পক্ষে অবস্থান নেন।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

CamScanner

প্রথম আলো

02 JUL 2025

# প্রবাসী আয় ও রপ্তানিতে সুবাতাস

## বৈদেশিক বাণিজ্য

**ডলারের বাজার স্থিতিশীল হওয়ায় আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। বৈদেশিক মুদ্রাবাজারেও স্বস্তি ফিরে এসেছে।**

- দেশের ইতিহাসে এর আগে কোনো অর্থবছরে এত প্রবাসী আয় আসেনি।
- বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মধ্যেও দেশের পণ্য রপ্তানি ইতিবাচক ধারায় আছে।

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বিদেশ থেকে রেকর্ড পরিমাণ অর্থ পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় সাড়ে ৬ বিলিয়ন বা ২৭ শতাংশ বেশি রেমিট্যান্স তথা প্রবাসী আয় পাঠিয়েছেন তাঁরা। অন্যদিকে বিদায়ী অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে রপ্তানি আয়ে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। রপ্তানি ও প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে ডলার-সংকট কেটে গেছে, বদৌলতে বাংলাদেশ ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বা মজুত বেড়েছে। পাশাপাশি দেশের লেনদেন ভারসাম্যের চিত্রও বদলে গেছে। চলতি হিসাবে বড় ধরনের যে ঘাটতি ছিল, তার অনেকটাই কমে এসেছে, যা স্বস্তি দিচ্ছে বৈদেশিক বাণিজ্যে। এ ছাড়া ডলারের বাজার স্থিতিশীল হওয়ায় আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি আটকে গেছে।

এদিকে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে তথা ব্যাংকগুলোতে ডলার এখন ১২৩ টাকার মধ্যে লেনদেন হচ্ছে। আমদানিতেও ডলারের একই দাম পড়ে বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, সদ্য সমাপ্ত জুন মাসে প্রায় ২ দশমিক ৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। এর মধ্যে শেষ দিনে (৩০ জুন) এসেছে ১১ দশমিক ৩ মিলিয়ন। আগের অর্থবছরের জুনে এসেছিল ২ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশে সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে। দেশের ইতিহাসে এর আগে কোনো অর্থবছরে এত প্রবাসী আয় আসেনি। এই আয় আগের অর্থবছরের ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে ৬ দশমিক ৪২ বিলিয়ন ডলার বা ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। এর আগে ২০২০-২১ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৪ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার।

এদিকে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট, ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক, ভারতের বিধিনিষেধসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মধ্যেও দেশের পণ্য রপ্তানি ইতিবাচক ধারায় আছে। গত মে মাসে ৪ দশমিক ৭৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের বছরের একই মাসের তুলনায় ১১ দশমিক ৪৫ শতাংশ বেশি। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) তথ্য দেখা যায়, বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে (জুলাই-মে) মোট ৪৪ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১০ দশমিক ২০ শতাংশ বেশি। বিদায়ী অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসের মধ্যে ৭ মাসেই ৪ বিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়।

এদিকে প্রবাসী আয় ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ডলারের বাজার স্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ঋণ ছাড়ের ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বা রিজার্ভ ৩১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। বিদায়ী অর্থবছরের শেষ দিনে গত সোমবার রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়ায় ৩১ দশমিক ৬৮ বিলিয়ন ডলার। আইএমএফের হিসাবপদ্ধতি বিপিএম ৬ মান অনুযায়ী, রিজার্ভ অবশ্য ২৬ দশমিক ৬৬ বিলিয়ন ডলার।

ব্যাংক খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, প্রবাসী আয়ে উচ্চহারের প্রবৃদ্ধি দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বা মজুতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এতে মুদ্রাবাজারে ডলারের ওপর চাপ কমেছে। অবৈধ পথে অর্থ পাঠানোর বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ এবং বৈধ পথে প্রবাসী আয় পাঠানোকে উৎসাহিত করতে নানা প্রণোদনা প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখছে।

এদিকে ডলারের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের লেনদেন ভারসাম্যে উন্নতি ঘটেছে। তাতে চলতি হিসাবের ঘাটতি কমেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে চলতি হিসাবে ঘাটতি ছিল ৬ দশমিক শূন্য ২ বিলিয়ন ডলার, যা বিদায়ী অর্থবছরের একই সময়ে কমে হয়েছে ১ দশমিক ৩৯ বিলিয়ন ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে লেনদেনের ভারসাম্যে ৫ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলার ঘাটতি ছিল, যা বিদায়ী অর্থবছরের একই সময়ে কমে হয়েছে দশমিক ৬৫ বিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলেন, গত কয়েক মাসে বিদেশি সব বকেয়া দেনা পরিশোধ হয়ে গেছে। লেনদেনের ভারসাম্যে উন্নতি হওয়ায় ডলারের ওপর চাপ কেটে গেছে। বাংলাদেশের প্রতি বিদেশি ব্যাংকগুলোর আস্থা ফিরে এসেছে, যা বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে স্বস্তি ফিরিয়ে এনে দিয়েছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রথম আলো

02 JUL 2025

# অনিশ্চয়তা আর চ্যালেঞ্জে ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি কম

## নতুন অর্থবছর

নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা বাড়লে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে মনে করেন ব্যবসায়ীরা।

**শুভংকর কর্মকার**, *ঢাকা*

কোটা সংস্কার আন্দোলন, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত অর্থবছরের শুরুতে ব্যবসা-বাণিজ্য হোঁচট খায়। তারপর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ও বহুমুখী দাবি আদায়ে শ্রম অসন্তোষে ভুগেছে ছোট-বড় ব্যবসা। তারপর গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সংকট, উচ্চ সুদের হার, উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে চাহিদা হ্রাসের মতো সমস্যা প্রকট হয়েছে। সবশেষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা এনবিআরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্দোলনে টানা দুই দিন পণ্য আমদানি-রপ্তানি বন্ধ ছিল। এভাবেই সদ্য বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পুরোটা সময় একধরনের অস্থিরতার মধ্য দিয়ে গেছে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য।

পুরোনো অনিশ্চয়তা আর নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে গতকাল থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবছর শুরু হয়েছে। পুরোনো সংকট সামনে আরও প্রকট হতে পারে। নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরির শঙ্কাও রয়েছে। দেশের গ্যাসক্ষেত্র থেকে দৈনিক গ্যাস উত্তোলন কমছে। নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার হচ্ছে না। এমন প্রেক্ষাপটে এলএনজি আমদানিও বাড়ানো না গেলে গ্যাস-সংকট আরও বৃদ্ধির শঙ্কায় ভুগছেন উদ্যোক্তারা। চলতি জুলাই মাসেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক কার্যকর হতে পারে। সেটি হলে বড় এই বাজারে পণ্য রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হবে। পাল্টা শুল্ক থেকে রেহাই পেতে অন্য প্রতিযোগী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষিতে এগিয়ে গেলেও বাংলাদেশ কেবল আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছে।

একাধিক খাতের ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, গ্যাস-বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত ও ব্যাংকের সুদের হার কমানোর পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের আস্থা ফেরানো না গেলে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া কঠিন। আবার নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা বাড়লে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ আরও খারাপ হতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা।

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিস্থিতি বুঝতে কয়েকটি পরিসংখ্যানে চোখ বোলানো যেতে পারে এ পর্যায়ে। বিদায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সাময়িক হিসাবে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ। তার আগের বছর প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৪ দশমিক ২২ শতাংশ। অন্যদিকে সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগও কমেছে। বিদায়ী অর্থবছর জিডিপির ২২ দশমিক ৪৮ শতাংশ বেসরকারি বিনিয়োগ হয়। তার আগের অর্থবছর যা ছিল ২৩ দশমিক ৫১ শতাংশ। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য শ্লথ হওয়ায় বিদায়ী অর্থবছর রাজস্ব আদায়ের পরিমাণও তার আগের বছরের তুলনায় কম হয়েছে।

কয়েক মাস ধরে শিল্পকারখানায় গ্যাস-সংকট বেশ বেড়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে গত মে মাসের শেষ দিকে কয়েকটি ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা সংবাদ সম্মেলন করে বলেন, 'তীব্র গ্যাস-সংকটে অনেক শিল্পকারখানার উৎপাদনে ধস নেমেছে। চলতি মূলধন সংকুচিত হয়ে পড়েছে।' তাঁরা আরও বলেন, শিল্পবিরোধী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিল্পকারখানা গলা টিপে মেরে ফেলা হচ্ছে। চাঁদাবাজি চলছে। দুর্নীতিও শেষ হয়নি। দেশের অর্থনীতি কীভাবে বাঁচবে, সেটি নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই।

এক সপ্তাহ ধরে গ্যাসের সরবরাহ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে জানালেন বস্ত্রকলমালিকদের সংগঠন বিটিএমএর পরিচালক খোরশেদ আলম। গতকাল মঙ্গলবার তিনি বলেন, 'পেট্রোবাংলা আমাদের আশ্বাস দিয়েছে, আগামী কয়েক মাসের চাহিদা মেটাতে এলএনজি বুকিং দেওয়া হয়েছে। আমরা সাময়িকভাবে নয়, স্থায়ীভাবে গ্যাসের সংকটের সমাধান চাই, যাতে শিল্পকারখানার উৎপাদনে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে।'

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা আনতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নীতি সুদহার বাড়ানোয় ব্যাংকঋণের সুদহার বেড়ে যায়। এ ছাড়া নিয়মকানুন পরিপালনে কড়াকড়ি আরোপ করলে ব্যাংকগুলো অনেক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক হয়ে যায়। এতে করে অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছে।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক প্রথম আলোকে বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি বাড়াতে হলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মব সংস্কৃতি জরুরিভাবে বন্ধ করতে হবে। নির্বাচনকেন্দ্রিক অনিশ্চয়তাও দ্রুত সমাধান করতে হবে। না হলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে আস্থা পাবেন না।

প্রথম আলো

0 2 JUL 2025

# তবু তিন ধরনের চ্যালেঞ্জে অর্থনীতি

**নতুন অর্থবছর শুরু**

অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে মূল্যস্ফীতি কমানো, রাজস্ব ও বিনিয়োগ বাড়ানো, নির্বাচনকেন্দ্রিক অনিশ্চয়তা দূর, ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক।

**জাহাঙ্গীর শাহ**, *ঢাকা*

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ১১ মাস পার হচ্ছে, আরেকটি নতুন অর্থবছর শুরু হয়েছে। আগের সরকারের সময় অর্থনীতির প্রায় সব সূচক ছিল নিম্নমুখী। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার টানা ১৫ বছরের বেশি ক্ষমতায় থেকেও সংকটে পড়া অর্থনীতিকে টেনে তুলতে জোরালো কোনো উদ্যোগ নেয়নি। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর অর্থনীতিতে সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

ফলে রিজার্ভের পতন যেমন থামানো গেছে, তেমনি ব্যাংক খাতের ভঙ্গুর দশার কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। ডলারের বাজারেও স্থিতিশীলতা ফিরেছে। গত এক বছরে নানা ধরনের অনিশ্চয়তার মধ্যেও রপ্তানি আয়ে বড় অগ্রগতি না হলে ছিল সন্তোষজনক। বৈধ পথে প্রবাসী আয়ের প্রবাহও খুব ভালো ছিল।

অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে কিছু অগ্রগতি হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত স্বস্তি আসেনি। কারণ, মূল্যস্ফীতির চাপ পুরোপুরি সামাল দেওয়া যায়নি। মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও এখনো সাধারণ মানুষের ওপর মূল্যস্ফীতির যথেষ্ট চাপ রয়েছে। সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগও অনেকটা স্থবির। ফলে কর্মসংস্থান আশানুরূপ বাড়েনি। উল্টো আশঙ্কা করা হচ্ছে, গরিব মানুষের সংখ্যা বাড়তে পারে।

এমন অবস্থায় নতুন অর্থবছরে (২০২৫-২৬) অর্থনীতিতে তিন ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে মূল্যস্ফীতি কমানোর পাশাপাশি রাজস্ব ও বিনিয়োগ বাড়ানো, নির্বাচনকেন্দ্রিক অনিশ্চয়তা দূর করা এবং ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ।

জাতীয় নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা অর্থনীতিতে দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে। কারণ, অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, নির্বাচনের বছরে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধিতে কিছুটা শ্লথগতি থাকে। নতুন ব্যবসা চালুর ক্ষেত্রে ধীরে চলো নীতি অবলম্বন করেন উদ্যোক্তারা।

এ ছাড়া ৯ জুলাই থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পাল্টা শুল্ক আরোপের স্থগিতের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। নতুন বন্দোবস্ত না হলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশের রপ্তানি বিপাকে পড়তে পারে।

বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান *প্রথম আলোকে* বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসেনি, বিনিয়োগে স্থবিরতা এবং রাজস্ব আদায়ে নাজুক পরিস্থিতি বিদ্যমান। রিজার্ভের পরিমাণ দেখে মনে হচ্ছে, এটি ভালো আছে। কিন্তু আমদানি খরচ কম হওয়া এবং বিদেশি ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় রিজার্ভ বেড়েছে। তাই রিজার্ভ পরিস্থিতি ভালো, এটা বলা যাবে না।

সেলিম রায়হানের মতে, অর্থনীতি এখনো চাপের মধ্যে আছে। সরকারের ভাষ্য অনুসারে, চলতি অর্থবছরে নির্বাচন হবে। কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে কি না, তা নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে অস্বস্তি আছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মার্কিন প্রশাসনের পাল্টা শুল্ক আরোপ হলে রপ্তানি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তা নিয়েও দুশ্চিন্তা আছে।

> **“রিজার্ভের পরিমাণ দেখে মনে হচ্ছে, এটি ভালো আছে। কিন্তু আমদানি খরচ কম হওয়া এবং বিদেশি ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় রিজার্ভ বেড়েছে। তাই রিজার্ভ পরিস্থিতি ভালো, এটা বলা যাবে না।**
>
> **সেলিম রায়হান**, নির্বাহী পরিচালক, সানেম

### যেসব সূচকে উন্নতি

অর্থনীতিতে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম বড় সাফল্য হলো বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের (রিজার্ভ) পতন ঠেকানো গেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বিপিএম-৬ হিসাব অনুসারে, ৯-১০ মাস ধরে রিজার্ভ ২ হাজার কোটি ডলারের বেশিই আছে। সর্বশেষ গত রোববারের হিসাবে, মোট রিজার্ভ ছিল ৩১ দশমিক ৩১ বিলিয়ন ডলার। আইএমএফের হিসাবপদ্ধতি বিপিএম ৬ অনুযায়ী, ওই দিন রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়ায় ২৬ দশমিক ৩২ বিলিয়ন ডলারে।

রিজার্ভ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ—বৈধ পথে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি। একদিকে আমদানি প্রবৃদ্ধি কমেছে। অন্যদিকে সর্বশেষ জুন মাসের শেষ সপ্তাহে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কাছ থেকে প্রায় দুই বিলিয়ন ডলারের মতো অর্থঋণ পেয়েছে বাংলাদেশ। এসব কারণে রিজার্ভ বেড়েছে। এ ছাড়া ডলারের দামও একটি স্থিতিশীল জায়গায় রয়েছে, যা অর্থনীতিতে নতুন করে স্বস্তি দিয়েছে।

### অর্থনীতিতে অস্বস্তি

নিত্যপণ্যের উর্ধ্বমুখী দামের কারণে তিন বছরের বেশি সময় ধরে সাধারণ মানুষ বেশ কষ্টে আছেন। ১৯৮৬ সালের পর দেশে কখনোই এত দীর্ঘ সময় ধরে এমন মূল্যস্ফীতি দেখা যায়নি। কয়েক মাস ধরে মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের ঘরে নেমেছে। কিন্তু বিদায়ী অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসের (জুলাই-মে) হিসাবে, গড় মূল্যস্ফীতি ১০ দশমিক ১৮ শতাংশ।

গত ১১ মাসে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছে খাদ্য মূল্যস্ফীতি। গত জুলাই মাসে এই হার ওঠে ১৪ দশমিক ১০ শতাংশে, যা গত ১৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মজুরি বৃদ্ধি না পাওয়ায় মানুষের প্রকৃত আয় কমেছে। বিশ্বব্যাংক বলছে, ঝুঁকিতে থাকা প্রায় ৩০ লাখ মানুষ নতুন করে অতিদরিদ্র হয়ে যেতে পারেন।

এদিকে রাজস্ব আদায় পরিস্থিতিও নাজুক। বিদায়ী অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ৩ লাখ ৬১ হাজার কোটি টাকার মতো রাজস্ব আদায় করেছে, যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি। এদিকে আইএমএফের নানা শর্তের পরও কাঙ্ক্ষিত হারে রাজস্ব আদায় বাড়াতে পারছে না এনবিআর।

গত এক দশকের মতো বিদায়ী অর্থবছরেও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ অনেকটা স্থবির ছিল। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে যেসব বাধা রয়েছে, সেগুলো পুরোপুরি দূর হয়নি। নীতি ধারাবাহিকতার অভাব, নিবন্ধন, লাইসেন্স গ্রহণসহ নানা ক্ষেত্রে জটিলতা বিনিয়োগের পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে রয়েছে। তার সঙ্গে আছে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট।

# কেমন আছে অর্থনীতির সূচক

শেষ হয়েছে ২০২৪-২৫ অর্থবছর। গতকাল শুরু হয়েছে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের যাত্রা। নতুন এই অর্থবছরের যাত্রায় অর্থনীতির প্রধান সূচকগুলো কোথায় দাঁড়িয়ে—তাই নিয়ে এই আয়োজন

প্রথম আলো
02 JUL 2025

### জিডিপি প্রবৃদ্ধি (শতাংশে)

| ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ | ২০২৩-২৪ | ২০২৪-২৫* |
|---|---|---|---|
| ৭.১০ | ৫.৭৮ | ৪.২২ | ৩.৯৭ |

* সাময়িক হিসাব

### পণ্য আমদানি (কোটি ডলারে)

| ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ | ২০২৩-২৪ | ২০২৪-২৫ |
|---|---|---|---|
| ৮,২৫০ | ৬,৯৫০ | ৬,৩২৪ | ৫,৪৮০ |

*এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত

### গড় মূল্যস্ফীতি (শতাংশে)

| | |
|---|---|
| ২০২১-২২ | ৬.১৫ |
| ২০২২-২৩ | ৯.০২ |
| ২০২৩-২৪ | ৯.৭৩ |
| ২০২৪-২৫* | ১০.১৮ |

* মে’২৫ পর্যন্ত ১১ মাসের গড়

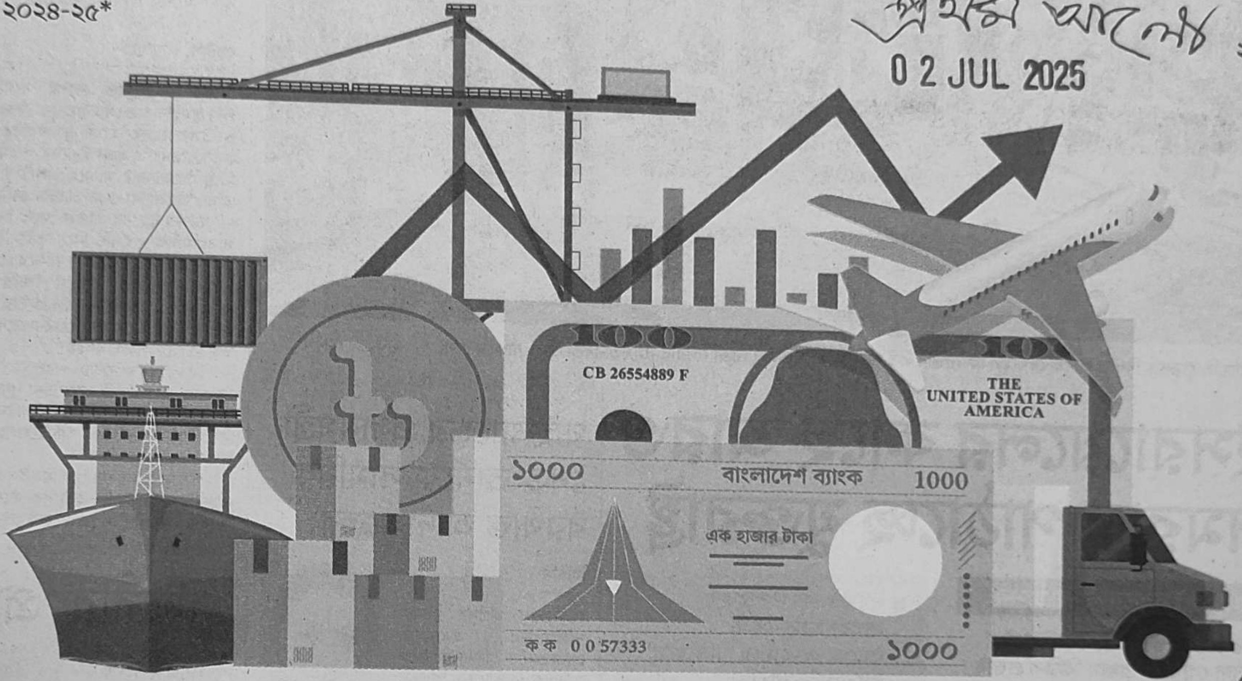


### রাজস্ব আদায় (কোটি টাকায়)

| | |
|---|---|
| ২০২১-২২ | ২,৯৯,২৯৪ |
| ২০২২-২৩ | ৩,৮৮,০০১ |
| ২০২৩-২৪ | ৩,৮২,৬৭৮ |
| ২০২৪-২৫* | ৩,৬০,৯২২ |

* সাময়িক হিসাব

### রিজার্ভ (বিলিয়ন ডলারে)

| | |
|---|---|
| ৩০ জুন’২২ | ৪২.৭০ |
| ৩০ জুন’২৩ | ৩১.১৪ |
| ৩০ জুন’২৪ | ২৬.৭১ |
| ২৬ জুন’২৫ | ৩০.৫১ |

* ২৬ জুন ২০২৫ পর্যন্ত

### বেসরকারি বিনিয়োগ (জিডিপির অনুপাতে)

| | |
|---|---|
| ২০২১-২২ | ২৪.৫২ |
| ২০২২-২৩ | ২১.৮৫ |
| ২০২৩-২৪ | ২৩.৫১ |
| ২০২৪-২৫* | ২২.৪৮ |

* সাময়িক হিসাব

### প্রবাসী আয় (কোটি ডলারে)

| | |
|---|---|
| ২০২১-২২ | ২,১০৩ |
| ২০২২-২৩ | ২,১৬১ |
| ২০২৩-২৪ | ২,৩৯১ |
| ২০২৪-২৫ | ৩,০৩৩ |

### পণ্য রপ্তানি (কোটি ডলারে)

| ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ | ২০২৩-২৪ | ২০২৪-২৫* |
|---|---|---|---|
| ৫,২০৮ | ৪,৬৪৩ | ৪,৪৪৭ | ৪,৪৯৫ |

* মে ’২৫ পর্যন্ত

### মাথাপিছু আয় (ডলারে)

| ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ | ২০২৩-২৪ | ২০২৪-২৫* |
|---|---|---|---|
| ২,৭৯৩ | ২,৭৪৯ | ২,৭৮৪ | ২,৮২০ |

### শেয়ারবাজারের সূচক ও লেনদেন

| | ২ জুলাই’২৪ | ২৯ জুন’২৫ |
|---|---|---|
| ডিএসইএক্স | ৫৩৪০ পয়েন্ট | ৪৮৩৮ পয়েন্ট |
| লেনদেন | ৪৪১ কোটি টাকা | ৪৬৪ কোটি টাকা |

সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক, বিবিএস ও ইপিবি

CamScanner

The Daily Star

02 JUL 2025

# Online submission of export-import papers made mandatory

STAR BUSINESS REPORT

The National Board of Revenue (NBR) made the online submission of export-import related certificates, licences, and permits (CLPs) compulsory from yesterday.

The customs authority said it has operationalised the Bangladesh Single Window (BSW) system, an online platform for the issuance and submission of CLPs for exports and imports, to enable firms to obtain and submit permits online for customs processing.

A total of 19 state agencies, including the Directorate General of Drug Administration, Export Promotion Bureau, Department of Explosives, and Bangladesh Economic Zones Authority, which issue CLPs, are integrated into the BSW, according to a press release.

To obtain CLPs online from these agencies, businesses must register on the BSW platform (www.bswnbr.gov.bd) using their business identification numbers (BINs).

The NBR said the system is already operational and, as of June 30, a total of 389,015 CLPs had been issued through the BSW, reducing processing time.

According to the NBR, the BSW system offers several benefits, including parallel online processing by multiple agencies, reduced physical interactions, increased transparency and accountability, faster processing times, and cost savings for both domestic and international businesses.

The use of the BSW has been made mandatory to streamline trade processes and promote greater efficiency, transparency, and digital integration. Manually issued CLPs will no longer be accepted for customs processing, the NBR said.

CamScanner

The Financial Express

0 2 JUL 2025

# Bangladesh equity market 2nd worst in Asia

| FROM PAGE 9

"We are trying our best. But the confidence of investors is the most important thing for the market to turn around," added Mr Islam.

Making the secondary market vibrant is one of the key tasks to create scope for new companies to raise funds through IPOs.

The new commission has, however, already formed a committee and held meetings with major local and multinational companies to address the matter of listing.

Meanwhile, the heavyweight banking sector lost 8.4 per cent during the time due to the uncovering of financial scars of at least 10 banks.

The non-performing loans in the banking sector soared to a record Tk 4.20 trillion at the end of March this year, surging 130 per cent year-on-year as the interim government forced banks to show their true financial health after the political changeover last year.

The Bangladesh Bank has also tightened its grip on troubled non-bank financial institutions. As per a BB plan, 20 non-bank financial institutions may merge or be liquidated.

Overall negative sentiment weighed on stocks of good-performing local and multinational companies too.

Except for Marico and Heidelberg Materials, stock prices of all multinational companies fell in the six months through June. Reckitt Benckiser is the top loser, having its market value erased by 24 per cent.

Meanwhile, global investment research firm Morgan Stanley Capital International (MSCI) has made no changes for the Bangladesh market in its May 2025 review. The market is still subjected to "special treatment" (no changes in the upcoming index reviews).

Only 24 DSE companies are in the FTSE Frontier Index as of May this year.

**Market outlook in H2**

Earlier, Asian Frontier Capital (AFC), a pioneering global fund management company, predicted a bullish outlook for Bangladesh's stock market towards the second half of this year, riding on an economic turnaround.

A rise in foreign exchange reserves after the release of International Monetary Fund (IMF) loans offers hope for a potential economic recovery.

The country's gross forex reserves increased to $30.5 billion on Thursday, hitting two-year high following the release of fourth and fifth tranches of loans from the IMF's $4.7-billion lending package.

*babulfexpress@gmail.com*

ঢাকা।

The Financial Express
02 JUL 2025

# Potato exports from Bogura surge to 36,009 tonnes in Feb-Jun

## The sharp rise in exports has fetched an estimated US$ 6.15 million

**Potatoes are boxed up and prepared for export. The photo was taken from Shibganj haat in Bogura district- FE Photo**

A CORRESPONDENT

BOGURA, July 01: Potato exports from the northern district of Bogura have soared this year, with shipments reaching 36,009 tonnes between February and June-more than double the volume exported during the same period last year.

Last year exports of the tuber crop from this district were merely 16000 tonnes. This sharp rise in exports has fetched an estimated US$ 6.15 million.

According to the people familiar with the development, bulk of the potatoes was shipped from Shibganj Upazila, followed by Kahaloo and Sherpur.

The export destinations were more than 30 countries, including Malaysia, Indonesia, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, Japan, the UAE, and Nepal.

The most commonly exported varieties were 'Lal Pakri' and 'Diamond', both known for their superior quality and shelf life-two critical factors for export viability.

"This year export marks a significant improvement in volume, thanks to quality production and strong demand from international markets," said Momota Haque, senior agricultural marketing officer of the Department of Marketing in Bogura.

Despite the success, local exporters have voiced frustration over trade barriers with neighbouring India.

For the past four months, shipments to Nepal and Bhutan remained closed due to logistical disruptions in Siliguri, a key Indian transit point. The landlocked Nepal and Bhutan had strong demand for the Bogura produced potato.

"We could have exported even more if we weren't facing obstacles in sending potatoes to Nepal and Bhutan," said an exporter based in Bogura wishing not to be named.

Mukul Hossain, a veteran potato trader and local representative of Agrotech BD Company, said he alone exported 3,375 tonnes this season-spread across 250 containers, each with a capacity of 13.5 tonnes.

He sold high-quality potatoes to Malaysia's Farmers Agro Ltd at Tk520 per maund.

The largest exporter from the region, however, was Ms. Sagar Traders, also based in Shibganj.

Md. Sujan Islam, owner of Sagar Traders, said his firm has been exporting vegetables-including cauliflower and cabbage-since 2014. Last year, he alone shipped 12,300 tonnes of potatoes abroad.

Agriculture Information Service, a government agency, said the district began exporting potatoes in 1998. In 1999, just 126 tonnes were sent to Singapore, Malaysia, Sri Lanka, and some Middle Eastern countries. Today, Malaysia alone absorbs nearly 80 per cent of the district's export volume.

Experts say policy-level support and structural reforms are necessary to sustain and expand this export boom.

Faridur Rahman Farid, Assistant Agriculture Extension Officer, suggested the formation of designated export zones with contract growers to ensure consistent quality and supply. He also recommended raising the export incentive on raw potato shipments from the current rate to as high as 30 per cent.

"Increasing export bonuses and encouraging new companies to join the sector could significantly boost our performance," Mr Farid said.

The boom in exports coincides with a record harvest in the region.

According to the Department of Agricultural Extension (DAE), potatoes were cultivated on 60,435 hectares in the district this season-exceeding the target of 55,060 hectares.

Favourable weather contributed to an impressive yield of approximately 1.45 million tonnes, up from the initial target of 1.2 million tonnes.

"We've always known Bogura to be a potato heartland. Now, it's gaining a global identity too," said potato trader Badiuzzaman.

*editorsajedur@gmail.com*

CamScanner

Financial Express 02 JUL 2025

The Financial Express

# Reforms, diversification could supercharge RMG exports

FE REPORT

Bangladesh's readymade garment (RMG) sector could be on the cusp of a transformative leap, with the potential to earn up to US$94 billion in annual export earnings by 2029, if the country expands into non-traditional markets and embraces manmade fibre (MMF) production.

This ambitious amount is expected to be achieved at an average annual growth rate of 15 per cent, which would require coordinated reforms across trade, industry, and finance, according to a new diagnostic report jointly released by the World Bank, IFC, and MIGA.

Beyond export earnings, the report outlines how strategic reforms and sectoral investments could create over 664,000 new formal jobs in the domestic paint and textile dye industry, and formalise hundreds of thousands more through the digitalisation of financial services.

Additionally, unlocking housing sector potential could draw US$2.0 billion in private investment into construction and allied industries, providing another major boost to employment and economic resilience, according to findings presented at a high-profile event on Tuesday.

The adoption of reforms in digital financial services (DFS) could create up to 460,000 new jobs, including the formalisation of around 360,000 informal positions, the report said.

The analysis was shared at a dissemination event for the 'Country Private Sector Diagnostic (CPSD) for Bangladesh' report, jointly conducted by the World Bank, the International Finance Corporation (IFC), and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

The event was held at a hotel in Dhaka, with stakeholders from the government and private sector in attendance.

Suhail Kassim, Senior Operations Officer at the World Bank, delivered the sectoral insights virtually.

IFC Country Manager Martin Holtmann, World Bank's new Country Director for Bangladesh and Bhutan Jean Pesme, senior private sector specialist Hosna Ferdous Sumi, and IFC operations officer Miah Rahmat Ali and operations analyst Noor Ahmed Naveed, among others, spoke at the event.

The CPSD identified four key sectors with high growth potential where targeted private investment could stimulate significant economic development are greening the RMG sector, housing for middle-income groups, domestic production of paint and textile dyes, and expansion of digital financial services (DFS).

The report also included an overview of the country's business climate, foreign direct investment (FDI) trends, cross-cutting challenges, and institutional bottlenecks that continue to hinder private sector development.

Electricity shortages topped the list of business obstacles, followed by limited access to finance, corruption, informality, and high tax rates.

Syed Nasim Manzur, President of the Leathergoods and Footwear Manufacturers and Exporters Association of Bangladesh (LFMEAB), said the most pressing concerns for investors today are policy inconsistency, regulatory overreach, and systemic corruption.

Speaking on the challenges facing the RMG sector, Mr Kassim noted high import duties on non-cotton raw materials such as MMF, a lack of regulation on fabric waste and groundwater use, and low levels of investment in modern technologies. These, he said, are key constraints to achieving greener and more sustainable production.

He also stressed the need for labour law reforms to ensure continued access to the EU market following Bangladesh's graduation from Least Developed Country (LDC) status, in line with upcoming European green product standards such as the Ecodesign for Sustainable Products Regulation.

To remove market distortions, the report recommended ending the cash incentives for exports of PET (polyethylene terephthalate) bottles and flakes, aligning duties on solar inverters and panels to create a level playing field, and introducing water efficiency certification for RMG firms.

In the paint and dye sector, the CPSD highlighted inconsistent customs classifications on imported inputs and the high cost of inventory holding as major barriers to domestic production.

It recommended digitising customs procedures, revising bonded warehouse policies to permit third-party operations, and improving logistics to reduce trade costs.

For the housing sector, high urban development costs and cumbersome land registration and clearance processes were seen as key hurdles.

The report called for improving access to municipal services, digitalising land records, and expanding access to housing finance to attract long-term investment in affordable housing for the middle class.

In digital financial services, the CPSD suggested policy actions to promote wholesale transactions via mobile financial services and encourage the use of structured finance by removing taxes on assets moved between originators and financing vehicles.

These steps could deepen financial inclusion and make DFS a stronger engine for job creation. The report, while optimistic about Bangladesh's growth potential, underscores the need for regulatory clarity, digital transformation, and an inclusive investment climate to fully unlock the capacity of the private sector.

Munni_fe@yahoo.com

CamScanner